মুজিবনগরে মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যানের পরিবারের পক্ষ থেকে ইফতার মাহফিল

মুজিবনগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহাজনপুর ইউনিয়নের দুইবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার তার নিজ গ্রাম যতারপুর ফুটবল খেলার মাঠে ইফতার মাহফিলের এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সারফরাজ হোসেন মৃদুল, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী রাসেল, মোনাখালী ইউনিয়নের সভাপতি রফিকুল ইসলাম গাইন, বাগোয়ান ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল সহ উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। এবং নিজগ্রাম যতারপুরের সাধারণ মুসল্লিগন। ইফতারে পূর্ব দোয়া অনুষ্ঠানে দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য দোয়া করা হয়।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে –কাজী জাফর উল্লাহ

দু’শো বছর আগের নবাব সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ষড়যন্ত্র একই সূত্রে গাঁথা। আবারও

চারদিকে সেই গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। তাই দলীয় নেতা-কমীর্দের উদ্দেশ্যে বলছি-জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থেকে সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে।

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে শেখ হাসিনা মঞ্চে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ. ফ. ম বাহাউদ্দীন নাসিম।

আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এমপি, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাড. আমিরুল আলম মিলন এমপি, পারভিন জামান কল্পনা, গ্লোরিয়া জামান ঝর্না এমপি, শ্রী নির্মল চ্যাটার্জি, মেহেরপুর জেলা আ. লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, মেহেরপুর-২ আসনের এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আ. লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ খালেক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনা তার গভীর দূরদশীর্তা থেকে যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্ত সকলকে মেনে নিতে হবে। না হলে ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হবে। সামনে জাতীয় নির্বাচন। তাই সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে।

এর আগে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি।

আগামী নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে – মুজিবনগর দিবসে বক্তারা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুজিবনগরে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন করা হয়েছে। দিনব্যাপী নানা কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলায় সাধারণ ছুটি ঘোষনা করা হয়। ভোরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও মুজিবনগর থানার ওসি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দিবসের কর্মসূচী শুরু করেন। পরে সকাল ৯টায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। পরে সকাল ১১টায় শেখ হাসিনা মঞ্চে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, কেন্দ্রীয় সদস্য অ্যাড. আমিরুল আলম এমপি, পারভিন জামান কল্পনা, অ্যাড, গ্লোরিয়া ঝর্ণা এমপি, নির্মল চ্যাটার্জি, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি, তৎকালীন সাবেক এসপি মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। সমাবেশ পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ বলেন, আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন। এখন থেকে ষড়যন্ত্রের আভাস হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমরা কিন্তু টের পাচ্ছি। শেখ হাসিনা কাউকে ছাড় দিবেন না। যারা ষড়যন্ত্রকারী আমরা তাদের হুশিয়ার করছি। বাংলার জনগণ বারবার পলাশির যড়যন্ত্র দেখতে চায় না। আরেকটা পলাশি আপনাদের আর কোন দিন করতে দেওয়া হবে। তাই আসুন শেখ হাসিনার ঝাণ্ডার তলে ঐক্যবদ্ধ থেকে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, ঐতিহাসিক ১৭ এপ্রিলে পরিস্কার করে বলতে চাই, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে। যে সংবিধানের জন্য আমাদের ৩০ লক্ষ মানুষকে প্রাণ িেদেত হয়েছিলো। যে সংবিধানের জন্য ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভব দিতে হয়েছিলো। যে সংবিধানের জন্য আমরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলাম। সেই সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে। যাদের নির্বাচন করার সক্ষমতা আছে তারাই নির্বাচনে আসবেন। নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রমান করবেন জনগণন কাকে চায় বা কাকে চায় না। ওই রাজপথে দাড়িয়ে ভাষণ দিয়ে জনগণ কার পক্ষে আছে এটা বলার সুযোগ নেই।

সভাপতির বক্তব্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন, জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র নেতা। যিনি মুক্তিযুদ্ধের সকল কর্মসূচী ঘোষণা করার একমাত্র মালিক ছিলেন। বর্তমান অপরাজনীতির বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মোকাবেলা করবোই।
এর আগে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। সমাবেশে আগে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন চিত্র নিয়ে আনসার ও ভিডিপির সদস্যরা গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করেন।

ঐতিহাসিক মুুজিবনগর দিবস উদযাপনে উপজেলা আওয়ামীলীগের প্রস্তুতি সভা

আগামী ১৭ ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস।দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদযাপনে প্রস্তুতিমূলক সভা করেছে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মুুজিবনগর উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতার সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় ভার্চুয়ালী প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এবং মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি।

প্রস্তুতি সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড: ইব্রাহীম শাহীন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু,,বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সভাপতি মজিবুর রহমান মধু, মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ বল্টু,উপজেলা যুব মহিলা লীগ সভাপতি তকলিমা খাতুন, সম্পাদক তহমিনা খাতুন, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজীব, যুবলীগ নেতা হাসানুজ্জামান লাল্টুসহ উপজেলা আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীবৃন্দ।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঐতিহাসিক ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালের দিকে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে এই প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি প্রস্তুতি সভাপতিত্ব করেন।
প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: মাহবুবুল আলম হানিফ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাছিম, খুলনা বিভাগীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল, দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, সহ দপ্তর সম্পাদক আবু সায়েম, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, মেহেরপু-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনসহ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন জেলার

সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ। এবং সংসদ সদস্যবৃন্দ।

আগামী ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর এর মুজিবনগরে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন ব্যাপারে ওবায়দুল কাদের এমপি বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দেন।

কার্পাসডাঙ্গায় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের নেতা- কর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার সময় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নেতাকর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় করেন চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আলোচনা করা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শহিদুল হক, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজীর আহমেদ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হান্নান, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল কাদের বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান (মুকুল), ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি লুুুৎফর রহমান, ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম মিন্টু, ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ডা: রবিউল হক,সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম (রবি), ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নাসির উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আশরাফ আলী,৮ নং সভাপতি শহিদুল ইসলাম সর্দার, ৯ নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য সবুর উদ্দীন এছাড়াও ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির (শিরিন), বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল মালেক সহ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিভিন্ন ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এসময় চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা নির্দেশে বঙ্গবন্ধুর আর্দশের গরীব দু:খি ও নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে তাদের সার্বিক খোঁজ খবর নিতে হবে, এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য উন্নয়নের রুপকার হাজী আলী আজগর টগরের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। তিনি আরো বলেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নৌকাকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সকল নেতাকর্মীদের এক হয়ে কাজ করতে হবে। সর্বশেষ ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়।

গাংনীর ওসির ওপর বেআইনি ক্ষোভ ঝাড়লেন উপজেলা চেয়ারম্যান

একটি ট্র্রাক উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশি সহায়তা না পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের ওপর বেআইনি ক্ষোভ ঝাড়লেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার দিকে ২৫মার্চ আলোচনা সভা শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে দাঁড়িয়ে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাককে উদ্দেশ্য করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তবে ওসি আব্দুর রাজ্জাক ট্রাক উদ্ধারের বিষয়টি আইনি জটিলতায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে দাবী করে জানান, ট্রাকের বিষয়ে আদালতে মামলা রযেছে। আদালত পর্যন্ত যে বিষয়টি গড়িয়ে যায় সেই বিষয়টি আদালত সুরাহা না দেয়া পর্যন্ত পুলিশের কিছুই করা থাকেনা।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক জানান, তার নিজ নামীয় একটি ১০ চাকা বিশিষ্ট ট্রাক যার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঝিনাইদাহ ট-১১-১২-৮১। খলিশাকুন্ডি গ্রামের হাজি আবুল হোসেনের ছেলে ফারুক হোসেনের কাছে ৩০,২৪,০০০ টাকা মুল্য নির্ধারন করে ৪৮ কিস্তিতে বিক্রির চুক্তিপত্র করা হয়। প্রতি কিস্তি ৬৩ হাজার টাকা হিসাবে ৩০২৪০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে এমন শর্ত দেয়া হয় চুক্তিপত্রে।

চুক্তি অনুযায়ী ফারুক হোসেন ৩১ কিস্তির মাধ্যমে ২০,০৩০০হাজার টাকা পরিশোধ করেন। বাকী ১০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা কিস্তির মেয়াদ

শেষ হওয়ার পরও পরিশোধ করতে না পারায় বাকী কিস্তির টাকা প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা করে পরিশোধ করার নতুন শর্তে আরও একটি চুক্তি নামা সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরপর তিন কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যার্থ হলে দাতা তার মালিকানা ফিরে পাবেন বলেও চুক্তিপত্রে উল্লেখ রয়েছে । ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করার শর্তে ফারুক হোসেন ট্রাকটি গ্রহন করেন। এবং সমস্ত টাকা পরিশোধ হওয়ার পর ফারুক হসোনে তার নামে কাগজপত্র হস্তান্তর করে নেবেন। অথচ ৩ বছর পার হলেও চুক্তি অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করেনি ফারুক হোসেন। এমনকি আমার সাথে কোন যোগাযোগ রাখেনি। বরং ট্রাকটি চুরি হয়ে গেছে বলে আমাকে লোক মারফত সংবাদ দেয় ফারুক হোসেন।

এবিষয়ে ট্রাকটি উদ্ধারের জন্য গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের পরামর্শে আমি গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। অভিযোগ করা সত্বেও ট্রাকটি খূঁজে পেতে ব্যার্থ হয় গাংনী থানা পুলিশ। অন্যদিকে আমার লোকজনকে দিয়ে ট্রাকটি খোঁজ করার চেষ্টা করি। অবশেষে গতকাল শুক্রবার ভোর রাতে খোঁজ পাই ট্রাকটি শেরপুরের লালিতাবাড়িতে রয়েছে। আমার লোকজন সেখান থেকে ট্রাকটি উদ্ধার করে খুলিশাকুন্ডি বাজারে নিয়ে আসে। ট্রাকটি পুলিশি সহায়তায় উদ্ধারের দাবী জানালে শনিবার সকালে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক তার একজন এসআই আতিককে খলিশাকুন্ডিতে পাঠায়। সেখান থেকে ট্রাকটি উদ্ধার না করে আমার লোকজনকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দেয় এসআই আতিক। পরে আমি শনিবার ২৫ মার্চের আলোচনা শেষে ওসি আব্দুর রাজ্জাকের সাথে কথা বল্লে তিনিও বিষয়টি আমলে না নিয়ে টালবাহানা করেন। আমি এর আগে একটি উকিল নোটিশ করেছি। কিন্ত তাতেও কাজ হয়নি।

তিনি আরও জানান, একজন মানুষ যখন বিপদে পড়েন তখন পুলিশের কাছে সাহায্য চাই। পুলিশ সেই সাহায্যের পরিবর্তে যদি বিবাদির সাথে দহরমমহরম তৈরী করে তখনই আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। আমার বেলাতে ঠিক এমনটাই ঘটেছে বলেও সাংবাদিকদের সামনে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। আমি একজন জনপ্রতনিধি হিসেবে পুলিশের কাছ থেকে যদি এই সহায়তা থেকে বঞ্চিত হই তাহলে সাধারণ মানুষ কত টুকু সেবা পাচ্ছে গাংনী থানায় এ নিয়েও সাংবাদিকদের সামনে প্রশ্ন তোলেন এমএ খালেক।

এদিকে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক জানান, আদালতে মামলা রয়েছে। আদালতে মামলা থাকায় আদালতের নির্দেশনা না পেলে আমি ট্রাকটি উদ্বার করতে পারিনা। এখানে আইনি অনেক জটিলতা রয়েছে। তাছাড়া ট্রাকের সন্ধান পাওয়ার সাথে সাথে থানা থেকে একজন এসআইকে

খলিশাকুন্ডিতে পাঠানো হয়। সেখানে গিয়ে ট্রাকের চালককে পাইনি। তিনি আরও জানান, খলিশাকুন্ডি আমার থানার বাইরে। এক থানার সমস্যা অন্য থানায় পড়লে আইনি সহায়তা ছাড়া একটি ট্রাক উদ্ধার করা সম্ভব না। উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব ভুল বুঝে আমার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমরা আইনের মানুষ সব সময় আইনের মধ্যে থেকেই আমাদের চলতে হয়।

গাংনী উপজেলা আ.লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফার ইন্তেকাল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা (৬০) ইন্তেকাল করেছেন(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

গতকাল শুক্রবার বিকেল পাঁচটার সময় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্যা গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

গত বৃহস্পতিবার তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউপি

নির্বাচনে সহিংসতায় আহত কর্মী মৃত্যু, প্রতিবাদ সমাবেশ

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সহিংসতার ঘটনায় দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত নৌকা সমর্থনকারী দবির আলীর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসার ১৩ দিনপর শুক্রবার (২৪ মার্চ) সকাল ১০ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত দবিরের লাশ শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় আলমডাঙ্গায় পৌঁছাই। মৃত্যুর ঘটনায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সমর্থনকারীরা লাশ নিয়ে পৌর এলাকার স্বাধীনতা স্তম্ভ প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। মিছিলে দ্রূত আসামীদের গ্রেফতারের দাবি জানায়।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, গত ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচনকে ঘিরে গত ১১ মার্চ রাতে আওয়ামীলীগের নৌকা প্রার্থী হায়াত আলি ও স্বতন্ত্র চশমা প্রার্থীর সমর্থকের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে উভয় পক্ষের ১১ জন আহত হয়। নৌকার সমর্থকের একই পরিবারের দুই ভাইসহ তিনজন গুরুত্বর আহত হয়। আহতের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। গুরুত্বর আহত অবস্থায় দবির উদ্দীনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ১২ দিন লাইফ সাপোর্ট (আইসিউতে) চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার সকাল ১০ টায় তিনি মারা যায়। শুক্রবার বিকেলে লাশ ময়নাতদন্ত শেষে আলমডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রাত ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর শহরের স্বাধীনতা স্তম্ভের নিকট পৌঁছালে স্থানীয় নেতারা লাশবাহী এ্যাম্বুলেন্স সহ প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এসময় উপস্থিত ছিলেন নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও নৌকার প্রার্থী হায়াত আলি সহ দুই শতাধিক নেতাকর্মী। প্রতিবাদ সমাবেশে নিহত দবির আলীর দ্রূত গ্রেফতারসহ ফাঁসির দাবি জানান।

নিহত দবির আলী ছেলে মোস্তাফিজুর ওরফে খোকন বলেন, আমার বাবা নাগদহ ইউনিয়ন পরিষদের নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী মতিয়ার রহমান হায়াতের কর্মী ছিলেন। গত শনিবার (১১ মার্চ) রাত ৮টার দিকে জহুরুলনগর গ্রামে আমার বাবাসহ কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারণার কাজ করছিলেন। এসময় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বতন্ত্র প্রার্থী (বর্তমানে বেসরকারিভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত) নিজে উপস্থিত থেকে তার কর্মীরা হামলা চালায়। এতে আমার বাবা দবির আলী সহ আমার কয়েকজন কর্মী আহত হন। রাতেই আমার বাবাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিউতে ভর্তি করা হয়। টানা ১৩ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হেরে গেলেন বাবা। আমি এই হত্যার বিচার চাই। আজ রাতে কিংবা আগামীকাল মরদেহ ময়নাতদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া শেষে চুয়াডাঙ্গায় নিয়ে আসা হবে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল আলিম বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মারামারিতে আহত দবির উদ্দিন গতকাল শুক্রবার সকালে রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে বলে জেনেছি। এ ঘটনার পূর্বে মারধরের মামলা করেছিলেন নিহতের ছেলে। নিহতের পরিবার হত্যা মামলা দায়ের করলে আমরা গ্রহন করব।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (১৬ মার্চ) অনুষ্ঠিত নাগদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার চশমা প্রতীক নিয়ে ৪ হাজার ৮০ ভোট পেয়ে বেসরকারি ভাবে বিজয়ী হয়েছেন।

দর্শনায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

দর্শনায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা পৌর ভবনের সম্মেলন কক্ষে এ প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌরসভা কর্তৃক আয়োজিত এ প্রস্তুতিমূলক সভায় দর্শনা পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র রবিউল হক সুমনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনা মূলক আলোচনা করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোশারফ হোসেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর সভার ৯টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর এবং কর্মচারী, দর্শনা পৌরসভাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিবূন্দ।